প্রচ্ছদ কাহিনী

গুডবাই, চললাম,
ছুটির বাঁশী আমায় ডাকছে
নমস্কার

কিশোর কুমার

কিশোর কি সত্যিই মহাপ্রস্থানের পথে? এ চমক না ধমক? কেন তিনি ইচ্ছামৃত্যু মেনে নিয়ে চললেন বাণপ্রস্থের পথে? কেন? কেন? কেন?

এ কি বিশ্বাস করা যায়? বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই কিশোর আমাদের বোকা বানিয়ে দিয়েছে। আজ অবধি কোন জনপ্রিয় প্রসিদ্ধ নেপথ্য গায়ক স্বেচ্ছায় অবসর নেননি, জনতার আক্রমণে বিধ্বস্ত হতাশাশ্লিষ্ট গায়ক গায়িকারা একান্ত নিরুপায় হয়েও সংগীত জীবনে ইতি টানার চিন্তাই করতে পারে না। জনতাই তাদের পরিত্যাগ করে, কিন্তু এখানে ব্যাপারটা উল্টো খাতে বয়ে চলেছে। যদিও কিশোরকে অস্বীকার করার বিন্দুমাত্র কল্পনা কেউ স্বপ্নেও করতে পারে না। লোকপ্রিয় কিশোর বিগত দুই বছরে ফিল্মের বর্ষশ্রেষ্ঠ নেপথ্য গায়কের পুরস্কারই শুধু পায়নি, এই দুই বৎসরে হিন্দী বইয়ের যাবতীয় হিটগানই তারই কণ্ঠনিঃসৃত। হিন্দী ফিল্মে তাকে পিছনে ঠেলে দেবার মত কোন অবিস্মরণীয় প্রতিভার সাক্ষাৎও তো মিলছে না। উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শুধু তাকে দিয়ে গানের কনট্রাক্ট সই করানো, আজও প্রখ্যাত সংগীত নির্দেশকরা নিজেদের সৌভাগ্য বলে মনে করে। ভাবলে অবাক হতে হয় এই মুহূর্তে কিশোরই ফিল্ম জগতের সুর ও স্বরের ভাগ্যবিধাতা। যে নিজের খেয়াল খুশীমত গানের সুর বদলে ওলট-পালট করে সংগীত নির্দেশক ও পরিচালকের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করেই গানে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার অধিকারী, ঠিক সেই বিশেষ মুহূর্তেই সে কিনা সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প নিয়ে পাড়ি দিতে চলেছে বোম্বাই ছেড়ে অজানা খেয়ায়?

কোন কালো হাতের বর্ণময় ইঙ্গিত কি কিশোরকে অবসর নিতে বাধ্য করছে? তার পরিচয় কি? কেন তার এই প্রতিহিংসার স্পৃহা? ফিল্ম জগত ছেড়ে কিশোর কি করবে? কোথায় যাবে? এই অনেকগুলো প্রশ্নেরই সমাধান জানার জন্য আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে আগামী দিনের। আপাতত্ত আমরা কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে কিশোরের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনে উঁকি মেরে দেখতে পারি কোন সমাধান পাওয়া যায় কিনা।

মধ্যপ্রদেশের খাণ্ডোয়ায় উকিলবাড়িতে এক শুভদিনে শুভলগ্নে ভোর বেলা পাঁচবার শাঁখ বেজে

তাকে দিয়ে গানের কনট্রাক্ট সই করানো, আজও প্রখ্যাত সংগীত নির্দেশকরা নিজেদের সৌভাগ্য বলে মনে করে, ভাবলে অবাক হতে হয় এই মুহূর্তে কিশোরই ফিল্ম জগতের সুর ও স্বরের ভাগ্যবিধাতা। যে নিজের খেয়াল খুশীমত গানের সুর বদলে ওলট-পালট করে সংগীত নির্দেশক ও পরিচালকের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করেই গানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার অধিকারী, ঠিক সেই বিশেষ মুহূর্তেই সে কিনা সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প নিয়ে পাড়ি দিতে চলেছে বোম্বাই ছেড়ে অজানা খেয়ায়।

উঠল। স্থানীয় শুভার্থিরা বুঝল ছেলে হয়েছে। বেলা বাড়তেই অতিথি অভ্যাগতরা হাসিমুখে মিষ্টিমুখে ছেলে আশীর্বাদ করে গেল। বাবা কুঞ্জলাল গাঙ্গুলী আদর করে ছেলের নাম রাখলেন কিশোর। কারণ, প্রথম সন্তান অশোক জন্মাবার সুদীর্ঘ আঠারো বছর পর অনেক সাধনায় এই স্বপ্ন প্রদত্ত পুত্র তিনি লাভ করেছেন। মাঝে অবশ্য এক কন্যা-সন্তান এসে গেছে। তার নাম গীতা। কিশোরের পর দুবছরের মাথায় এল অনুপ। কুঞ্জলালের প্রবল প্রতাপ প্রচণ্ড দাপট। জাঁদরেল রাশভারি এই উকিলের জেরায় বিচারক, রাস্তা খুঁজে পান। আসামী নিজেরঅপরাধ কবুল করে নিজেরমুখে, বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। স্ত্রী বীণা ভাগলপুর রাজবাড়ির একমাত্র মেয়ে। রাজনন্দিনী হয়ে রাজ ঐশ্বর্যে মানুষ হলেও সুশিক্ষিতা অপরূপ সুন্দরী বীণা স্বামীর কাঁধে কাঁধ রেখে সব দুঃখ কষ্ট হজম করে তিন পুত্র ও কন্যাকে নিয়ে হাসিমুখে সংসার সাজিয়ে নেন। বীণা দেবীর ভাল নাম গৌরী। কিশোর কিন্তু রাগ হলেই ডাকত গৌরী মা। গোল বাধাল কিশোর বাড়ির চিরাচরিত ধারাকে কলা দেখিয়ে দুপুরে পাঁচিল টপকে পালিয়ে যায় বাইরে। এর গাছের আম ওর গাছের জাম, তার গাছের লিচু খেয়ে আবার পাঁচিল টপকে ভালমানুষ হয়ে বই নিয়ে বসে। রাস্তায় বেরোলেই মারপিট করে কেড়ে খাওয়া, এসব তো আছেই, রাত্রিবেলা চিলেকোঠায় পড়ার নাম করে গুনগুন করে গলা সাধা। মা বাবাকে বলেন, কিশোর কেমন পড়ছে দেখ? এবার ও ঠিক স্ট্যান্ড করবে।'

কিন্তু রেজাল্ট দেখে সকলের চক্ষু চড়কগাছ, কিশোর বেশির ভাগ বিষয়েই পাশ করেনি। অথচ অঙ্কে একশোয় পুরো একশোই পেয়েছে। যদিও কোনদিন অঙ্কের অ তাকে করতে দেখা যায়নি। চিন্তার অবসান ঘটাল অঙ্কের মাস্টার মশাই নিজেই। বৃদ্ধ পক্ককেশ গুণী ঐ ভদ্রলোক কুঞ্জলালকে সাবধান করতে এসেছিলেন কিশোরের অঙ্কের **ব্যাপারেই**। কিশোরের অঙ্কে অশ্বডিম্ব পেয়েছে, এ খবর দেবার আগেই তিনি শুনতে পান কিশোরের একশ পাওয়ার গল্প। ভাল করে মার্কশিট হাতে নিয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন – কিশোর নিপুণ হাতে তার বসানো দুটো শূন্যের আগে একটি এক বসিয়ে দিয়েছে। এরপরের ঘটনা আশা করি সকলেই অনুমান করে নিয়েছেন। সেদিন একটা মারও বাইরে পড়েনি।

হঠাৎ কোথাও কিছু নেই কিশোর এক শিয়ালের বাচ্চা এনে হাজির। বলে 'পুষব' কারুর কথাই সে শুনল না। শেয়াল পুষতে লাগল। রাতে তার বাড়ির চারিদিকে শিয়ালের দল গার্ড অব অনার দেওয়া শুরু করল। বীণাদেবীকেও সবাই বোঝাল শেয়াল পোষা অমঙ্গল। একদিন আড়ালে তিনি খাঁচার দরজা খুলে শেয়ালটিকে মুক্তি দিলেন। খাঁচার দরজাটি ভেঙে কিশোরকে বোঝালেন – খাঁচা ভেঙে সে পালিয়ে গেছে।

পেঁচার বাচ্চা, ইঁদুর ছানা তো আগে থেকেই বাড়িতে ছিল। মাঝে মাঝে কিশোর বলত – 'মা জানো, বন্ধুরা বলেছে এটা লক্ষ্মী পেঁচা, ভাল করে রোজ খাবার দেবে।তবে রাত্রে মা লক্ষ্মী বাড়িতে আসবেন। মা শুনে হাসতেন, বলতেন – 'পাগল

মমতা কি ছাঁও মেঁ ছবির স্ক্রিপ্ট আলোচনাকালে কিশোর ও রাজেশ খান্না

কিশোর কুমার

লতা মুঙ্গেশকর

কোন কালো হাতের নির্মম ইঙ্গিত কি কিশোরকে অবসর নিতে বাধ্য করছে ? তার পরিচয় কি ? কেন তার এই প্রতিহিংসা স্পৃহা ? ফিল্ম জগৎ ছেড়ে কিশোর কি করবে ? কোথায় যাবে ?

ছেলে,' আমি মরে গেলে তুই কি করবি রে ?' কিশোর হাসত, বলত – 'কেন ? আমিও মরে যাব।' মার চোখ দুটো চিকচিক করে উঠত কিশোরের ভবিষ্যৎ ভেবে। তিনি ভালভাবেই জানতেন, অবহেলিত, ভালবাসার কাঙাল, তার অভিমানী কিশোর কারুর সাথে প্রাণ খুলে কথা বলে না। মন খুলে হাসে না, কেমন যেন গম্ভীর আত্মনিমগ্ন। এই বয়সেই যেন পাকাবুড়ো। বাড়িতে সবাই তাকে হেয় করে। আত্মীয়রা বলে, ইঁচড়ে পাকা। বীণা দেবী কাউকে কিছু বলেন না ঠিকই, কিন্তু মনে মনে ভগবানের কাছে চোখের জলে করুণ কাতর আবেদন পৌঁছে দেন , 'হে ঈশ্বর, 'আমার কিশোরকে দেখো! একদিন যেন ওর পরিচয়ে এদের পরিচয় দিতে হয়।'

চঞ্চল দামাল কিশোর কিন্তু নিমেষে বদলে যায় প্রকৃতির আঙিনায় যেমন মায়ের কোলে ছোট শিশু আপন খেয়ালে বসে আছে। আকাশের ভাঁজে ভাঁজে সে খুঁজে ফেরে রহস্য, মেঘের আড়াল খোঁজে রং বদলের গান, বৃষ্টির টুপটাপ থেকে তুলে নেয় সুর। বৃষ্টির পর যখন গাছের পাতা চকচক করে হেসে ওঠে, জলের ফোঁটাগুলো চিকচিক করে আপন খেয়ালে, ফসলের ক্ষেতে ঝিরঝিরে হাওয়া ঢুকে দুলিয়ে দিয়ে যায় ঘাসের ডগা ধানের শীষ, কিশোর তখন আর সে কিশোর নেই। ধ্যানমগ্ন যোগীর মত সে তখন তা গিলছে গোগ্রাসে। তার সুর মনে তান তুলেছে 'চল যাই' চলে যাই, দুর বহুদূর গায়ে মেখে জরি বোনা সোনা রোদ্দুর।'

লুকোচুরি খেলতে খেলতে কিশোর একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করে বনের মাঝে ভাঙা পুরাণা মন্দিরের তফাতে বসে আছে জটাজুটধারী শ্মশ্রু গুম্ফধারি এক সাধু, কিশোর লুকোবে কি , ভয়েই তার গা পাথর হয়ে গেছে। সাধু তাকে কাছে ডাকেন, ইচার আ বেটা। কিশোরকে ভাল করে দেখে সাধু বলেন, কোন চিন্তা নেই, তুই খুব লম্বা হবি।' হতভম্ব, বিমূঢ় কিশোর বাড়ি এসে মাকে সব জানায়। দৌড়ে বনে যায়, কিন্তু সাধুর পাত্তা মেলে না। সেই থেকে কিশোরের একা একা বাইরে ঘোরাও বন্ধ হয়ে যায়।

বীনা চন্দ্রভারকর

কিশোর বয়সে কিশোর আর একবার ভেল্কি দেখিয়েছিল। তখন সে পশু-পাখীর গলা নকল করার সাধনা চালাচ্ছে। বাড়ির সামনে দালানে বসে রুটি ছুঁড়ে দিয়ে পাখীর মেলায় সে তন্ময় হয়ে বসে বিভিন্ন পাখীর সুর নকল করার চেষ্টা করত। মাঝে মাঝে গরুর ডাক শুনে মা লাঠি হাতে ছুটে বেরোতেন বাইরে। তারপর কিশোররূপী গরুকে দেখে খিলখিল করে হেসে লাঠি ফেলে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন।

ভাই অনুপ একদিন কটা বিশেষ রেকর্ড এনে নিজের গলায় গেয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দেবে ঠিক করল। কিন্তু বিশেষ সাবধান হয়ে সবরকম সতর্কতা অবলম্বন করেও সে অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, তার সব গান সুনিপুণভাবে অলক্ষ্যে কখন যেন কিশোর নকল করে বসে আছে। তাক লাগাতে এসে অনুপের নিজেরই তাক লেগে গেল। জেরায় জানা গেল, অনুপ বন্ধ ঘরে যখন সুর সাধনায় মত্ত থাকত, কিশোর ঘরের বাইরে থেকে তা নকল করেছে।

কিশোরের আত্মসমাহিত নিঃসঙ্গ জীবনে হঠাৎ পরিবর্তন এল। তার বন্ধুর বাবা বোম্বাই ফিল্ম জগতে বিশেষ সুপরিচিত ছিলেন।তারই হাত ধরে বোম্বের পথে পাড়ি দিল কিশোর। ছোটখাটো কাজ করতে লাগল ছবিতে, কোরাস গানের দলের পিছনে দাঁড়িয়ে গলা মেলাবার সুযোগটুকুও অনেক বলে কয়ে তার বন্ধুর বাবার দয়াতে কপালে জুটল। পয়সার কোন ব্যাপার নেই। কিছু দাবি করলেই লাল চোখ দেখতে হত। প্রযোজক পরিচালকের দৃষ্টি পরিষ্কার বুঝিয়ে দিত তার মত ছেলের কম করে দশ বছর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করে এ লাইনে আসা ঠিক হয়নি। অনেক জানতে হবে, প্রচুর শিখতে হবে। তবে না পয়সা?

এরই মাঝে পরিচয় হয়েছে রুমার সাথে। রুমা গুহ ঠাকুরতা (বর্তমান ক্যালকাটা ইয়ুথ ক্যয়ারের কর্ণধার) কলকাতার উঠতি গায়িকা তখন নায়িকা হবার বাসনায় বোম্বে গিয়েছিল। কিশোরের তখন মাত্র কুড়ি। মশালা ছবিতে গান গাওয়ার সূত্রে দুজন ঘনিষ্ট হল। ঘনিষ্ঠতা অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়ে দুজনের হৃদয়ে প্রেমের নীড় রচনা করল। কিশোর মুগ্ধ হল। ক্রমশঃ একে অপরের পথ চেয়ে দিন গুনতে থাকে। রুমার বাড়িতে একদিন ব্যাপারটা জেনে

লীনা , কিশোর

কিশোর কুমার , সুমিত

ফেলল। সরাসরি তারা কিশোরকে পাকড়াও করল। 'ব্যাপার কি তোমার? হয় বিয়ে করো, নইলে এর হেস্তনেস্ত করতে হবে।' কিশোর রুমাকে বারবার বোঝাবার চেষ্টা করে। মাত্র একটি বছর সময় চায়, কিন্তু রুমা রাজী নয়। অগত্যা ১৯৫০ সালে এক বিশেষ মুহূর্তে কিশোর রুমার সাথে মালাবদল করে। কিশোরের বাড়ি থেকে চরমপত্র আসে। অগ্রজ অশোককুমার এতই বিরক্ত হন যে, বিমল রায়ের 'মা' ছবিতে কিশোরের রোলটি ভারতভূষণকে দিয়ে করান।

আত্মীয় স্বজনহীন নির্বাসনে কিশোর রুমাকে কেন্দ্র করে বুনে চলে ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি। অনাথ কিশোরের ভাগ্যাকাশের ঈশান কোণে মেঘ জমে উঠল, কাজকর্ম প্রায় বন্ধ। চারিধারে পাওনাদাররা ঘোরাঘুরি করছে। দেনাদার কিশোর ঋণের দায়ে তলিয়ে যেতে থাকে হতাশার অন্ধকারে। খালি পেটে সারাদিন টই-টই করে দরজায় দরজায় ঘুরেও কোন সুরাহা হয় না। এদিকে রুমাও কিশোরের ওপর শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলল। তার স্বপ্নের রাজপুত্র রোম্যান্টিক প্রেমিক এমন অকর্মণ্য অথর্ব তা সে কল্পনাই করতে পারে না।

এই অসহায় অবস্থায় কিশোরকে বাঁচাতে এগিয়ে এল শচীন কর্তা। জহুরী জহর চেনে, শচীনও এক নজরে প্রতিভা চিনে নিলেন। বুঝলেন ছাই চাপা আগুনকে জ্বালানোর দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে। তিনি এক কথায় কিশোরকে মাদ্রাজের এ ভি এম-এর ব্যানারে 'বাহার' ছবিতে বৈজয়ন্তীমালার বিপরীতে নায়কের রোলে কাজ দিলেন। কিশোর এগিয়ে চলল। প্রাণ দিয়ে কাজ করার সুবাদে লেড়কী ছবিতেও সে পেল নায়কের রোল।

কিশোরের বরাবরই প্রতিজ্ঞা ছিল, 'কারুর পরিচয়ে সে বড় হবে না, তাই বোম্বের চলচ্চিত্র জগতে অশোককুমার তখন মধ্য গগনে বিরাজ করলেও কিশোর কোথাও তার পরিচয় দিত না। এই দুঃসময়ে চরম অনটন দারিদ্র্যের মধ্যেও অভিমানী কিশোর শচীন দেব বর্মনের কাছে গেলেও দাদার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারল না। তার বরাবরই প্রতিজ্ঞা ছিল, সে নায়ক হবে, রূপালী পর্দার সোনালী নায়ক। তাই গানের ব্যাপারে তার আগ্রহ কমে আসতে লাগল। প্রায় প্রতিদিনই রেওয়াজ করার সময় থাকত না। সময় পেলেও ইচ্ছাটা কর্পূরের মত উবে যেত। অভিনয়ই তখন তার প্রাণ, স্বপ্ন। অভিনয় ভালভাবে রপ্ত করার জন্য সে বিভিন্ন ক্লাসেও যোগদান করতে শুরু করল। কিশোর যখন পায়ের তলায় সবে মাটির সন্ধান পেতে চলেছে – রুমা তখন ক্ষুব্ধা নাগিনীর মত ফুঁসছে। তার প্রেম শুকিয়ে গেছে দারিদ্র্যের জোয়ালে। ক্রোধান্ধ ক্ষিপ্ত রুমা, স্থির নিশ্চিত হয় – বিয়ে করাটা তার ভুল হয়েছে। তাই ভুলের সংশোধন করতে প্রায় প্রত্যেক সময়েই সামান্য ছোটখাট বচসা থেকে খিটিমিটি বাধিয়ে তা শেষ পর্যন্ত হাতাহাতিতে শেষ হত।

অপ্রত্যাশিত সুযোগও জুটে গেল, রুমা হঠাৎই বোম্বে বাংলার কয়েকজন প্রযোজকের সাথে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা শুরু করল। শোনা গেল, সে নাকি কনট্র্যাক্ট সই করেছে। কিশোর রোজই বাড়ি ফিরে দেখত, রুমা ঘরে নেই। অনেক রাত্রে রুমাকে কেউ না কেউ গাড়ি করে বাড়ির সামনে ছেড়ে যেত। অবস্থা ক্রমেই চরমে উঠল। কিশোর পরিষ্কার জানাল, 'সে আর বরদাস্ত করবে না। রুমার শিল্পী হবার কোনও প্রয়োজন নেই। রুমা তো তাই চাইছিল। এতদিন তাদের একমাত্র শিশুসন্তান অমিত বাধা হয়ে না দাঁড়ালে সে অনেকদিন আগেই ডিভোর্স চাইত। এবারও সে আর দেরী করল না।

মঞ্চে পরদা ওঠার পূর্বমুহূর্তে দিলীপ কুমার অভিনন্দন জানায় কিশোর কুমারকে

অমিতকে বুকে নিয়ে কিশোরের বুকে প্রতিহিংসার আগুন জ্বালিয়ে রুমা ফিরে এল।

ভাগ্যের সাথে জুয়া খেলায় সিদ্ধহস্ত কিশোর এবার সত্যিই জুয়া খেলতে শুরু করল। পয়সা চাই, পয়সা, অনেক অনেক পয়সা। আজ পয়সা থাকলে তার রুমাকে সে কখনই এভাবে নষ্ট হতে দিত না। অভাবে বিনষ্ট কিশোরকে চেনাই যায় না তখন। শুকিয়ে মরা কাঠের মত চেহারায় উজ্জ্বল চোখ দুটো ধকধক করে জ্বলত। দিনের শেষে সর্বস্বান্ত কিশোর ভরপেট মদ খেয়ে টলতে টলতে ফিরে আসত নিজের কামরায়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে টাকার স্বপ্ন দেখত। মনে হত অনেক অনেক টাকা তার হাতের দুপাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। পাগলের মত কিশোর দুহাত দিয়ে মুঠো করে ধরতে চাইত সেই টাকার বান্ডিল। ঘুম ভেঙে যেত। সেই সাথে জেগে উঠত ভয়ঙ্কর ক্ষুধার্ত সেই দানবটা তার দেহের মধ্যে। আপ্রাণ জল খেয়ে কিশোর তাকে শান্ত করত। ঘুম আর আসত না। জানালার ধারে বসে বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে ভোররাত্রে সে আবার ঘুমিয়ে পড়ত।

শিল্পী মনের চিরন্তন হাহাকার নিয়ে তার মন যখন গুমরে গুমরে কাঁদছে, সারা পৃথিবীর প্রতি ক্ষুব্ধ রুষ্ট কিশোর যখন নিজেকে হতভাগ্য অপদার্থের তালিকায় গণ্য করে ফেলেছে তখনই তার জীবনে দ্বিতীয়বার প্রেম এল মধুবালার হাত ধরে রুমার বিষাক্ত গলিত ক্ষতকে ধীরে ধীরে রঙে রসে মাধুর্যে, সোহাগে সারিয়ে তুলল মধু। সেই সাথে কিশোরও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরে উঠে যখন প্রচন্ড গতিতে আরবী ঘোড়ার মত সামনে ছুটে যেতে চাইছে, তখনই ভাগ্য আবার তার রাশ ধরে পিছন থেকে টেনে ধরল। কিশোর ঘরনী মধুবালার গোড়া থেকেই হার্টের রোগ ছিল, এখন তা চরম আকার নিল, চারিদিকে শোরগোল উঠল, কিশোর বিধর্মী কন্যাকে বিয়ে করেছে, তাই কিশোর আর হিন্দু ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হতে পারে না। বাবা মাও তাকে ত্যাজ্যপুত্র বলে ঘোষণা করলেন, ঘনিষ্ঠ যারা তারাও আস্তে আস্তে সরে গেল। কিশোর চোখে অন্ধকার দেখল। সাহায্যের কেউ নেই। সমালোচনার লোকের অভাব নেই।

বর্মণ দাদার সঙ্গে ভাই কিশোরকুমার

মধু মরমরঅবস্থায় উপায়ান্তর না দেখে মধুর একান্ত আগ্রহে কিশোর আবার হারমোনিয়ম ধরল। শুরু করল রেওয়াজ। ফিল্মে নয়, বিভিন্ন মজলিসে গিয়ে আনন্দ দিয়ে যা আয় হতে লাগল,

> কোরাস গানে দলের পিছনে দাঁড়িয়ে গলা মেলাবার সুযোগটুকুও অনেক বলে কয়ে তার বন্ধুর বাবার দয়াতে কপালে জুটল, পয়সার কোন ব্যাপার নেই। কিছু দাবি করলেই লাল চোখ দেখতে হত। প্রযোজক পরিচালকের দৃষ্টি পরিষ্কার বুঝিয়ে দিত তার মত ছেলের কম করেও দশ বছর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করে এ লাইনে আসা ঠিক হয়নি। অনেক জানতে হবে, প্রচুর শিখতে হবে, তবে না পয়সা?

চোখের নিমেষে মধুর পিছনে তা উড়ে যেতে লাগল। স্থানীয় ডাক্তার বললেন, 'বড় ডাক্তার না দেখালে আর কোন উপায় থাকবে না।'

কিশোর এবার পাগল হয়ে উঠল, সে সময় ভাগ্যও বুঝি তাকে বিদ্রূপ করছে। দরজায় দরজায় ঘুরে ক্লান্ত অপমানিত কিশোরের নিজের উপর প্রচন্ড ধিক্কার এল। সে কি করে মধুকে মুখ দেখাবে? কি উত্তর দেবে তাকে? আবার সে হেরে যাবে? আর ভাবতে পারে না।

অবশেষে সেই বন্ধুর বাবাই তাকে আবার সাহায্য করতে এগিয়ে এল। তারই অক্লান্ত প্রচেষ্টায় লন্ডন থেকে বিশেষজ্ঞও উড়ে এল, কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে। মধু চলে গেছে কিন্তু যাবার আগে সে কিশোরকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে 'তাকে গায়ক হতে হবে, হতে হবে সবার থেকে বড় সংগীতের জগতে সম্রাট।

কিশোর কোথায়? খোঁজ, খোঁজ পড়ে গেল চারদিকে। কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। বেচারী কিশোর তখন গেরুয়া পাজামা পাঞ্জাবী পরে পাড়ি দিয়েছে হিমালয়ের পথে। উস্কো খুস্কো চেহারায় তাকে ঠাহর করা যায় না। দাড়ি গোঁফ ঢাকা রুক্ষ চুলে নিজের পরিচয় দিল সে কিশোরানন্দ। সাধুবাবা দেখে লোকে ভয় ভক্তি করতে শুরু করল। প্রণামী পড়তে লাগল ভালই। ফলমুল প্রসাদ খেয়ে একটু সুস্থ হতেই সেই সাধু হঠাৎ সেই সাধু অন্তর্ধান করল, তাকে কোথাও দেখা গেল না। বদলে কিশোর হঠাৎ আবার বোম্বেতে ফিরে এল। এখন চারিদিকে কিশোর মধুর দারুণ হিট ছবি 'মহলো কি খোয়াব' সোরগোল তুলেছে।

এবার কিশোরের কপাল খুলে গেল। চারিদিক থেকে ফিল্মের গান করার জন্য তার ডাক আসতে লাগল। কারণ মুকেশ তখন অসুস্থ। কলকাতায় শারদীয়া গানের আসরে সেবার কিশোরের রেকর্ড প্রচন্ডভাবে হিট করল। চারিদিকে শুধু কিশোর আর কিশোর।

কিন্তু চোরাবালির উপর দাঁড়ানো কিশোর আবার প্রচন্ড ধাক্কা পেল যোগিতার কাছ থেকে। আগে থেকেই বন্ধুত্ব ছিল। সাবাস ড্যাডি ফিল্মে

সান্ধ্য মজলিশ-এ স্ত্রী পুত্রসহ কিশোরকুমার

সতীন লীনার পুত্র সুমিতকে আদর করছেন রুমা

মধুবালা কে খাওয়ার চিত্র কিশোরকুমার মধুবালা ও পিছনে প্রাণ

চারিধারে পাওনাদাররা ঘোরাঘুরি করছে, দেনাদার কিশোর ঋণের দায়ে তলিয়ে যেতে থাকে হতাশার অন্ধকারে খালি পেটে সারাদিন টই-টই করে দরজায় দরজায় ঘুরেও কোন সুরাহা হয় না, এদিকে রুমাও কিশোরের উপর শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলল। তার স্বপ্নের রাজপুত্র রোমান্টিক প্রেমিক যে এমন অকর্মণ্য অথর্ব তা সে কল্পনাই করতে পারে না।

অভিনয়ের সূত্রে কিশোর তার প্রতি চুম্বকীয় আকর্ষণ অনুভব করতে লাগল। আসলে কিশোর তখনও অন্যান্য মেয়ের মধ্যে মধুকে খুঁজে ফিরছিল। ফলে কিশোর আবার টোপর পরল।

কিন্তু এবার ভুল করল যোগীতার মা। কামুক, নারী মাংস লোলুপ, ইত্যাদি বিশেষণ প্রয়োগ করে তিনি কিশোরকে সরাসরি আক্রমণ করলেন। তার মেয়েকে কিশোর নাকি তুকতাক করেছে। ব্যথিত হৃদয়ে কিশোর খাণ্ডোয়ায় যেতে চাইল। যোগীতার মা কিছুতেই মেয়েকে ছাড়ল না। ফলে আবার ডিভোর্স। যোগিতা ফিল্মে ফিরে গেল। তারপরই বিয়ে করল মিঠুনকে।

কিশোর কিন্তু আর আগের কিশোর নেই। বাস্তবের জ্বলন্ত কষাঘাতে সে তখন সম্পূর্ণ কমার্শিয়াল। এক পয়সা কম পেলে সে যে কোন কনট্রাক্ট ছিঁড়ে ফেলে দেয়। তার আকাশ ছোঁয়া রেট কোন কারণেই বিন্দুমাত্র কমে না,তার জন্য যে কোন মূল্যবান সম্পর্ক সে ছিবড়ের মত ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তার তখন শুধু টাকা আর সম্মান। এছাড়া তৃতীয় কিছু সে জানে না। জানার ইচ্ছাও নেই। এই উত্তপ্ত মরুভূমির বুকে শান্তির ধারা বয়ে আনল লীনা চন্দ্রভারকর। বয়সে যদিও কিশোরের মেয়ের মতই তবুও কিশোর লীনা জুটি বোধহয় টিকে থাকবে। লীনা ঘর ছাড়া মানুষটাকে ঘরের ঠিকানা দিয়েছে।

মমতা কি ছাঁও মেঁ চিত্রের স্ক্রিপ্ট আলোচনার সময়ে অমিত কুমার ,রাজেশ খান্না ও কিশোর কুমার

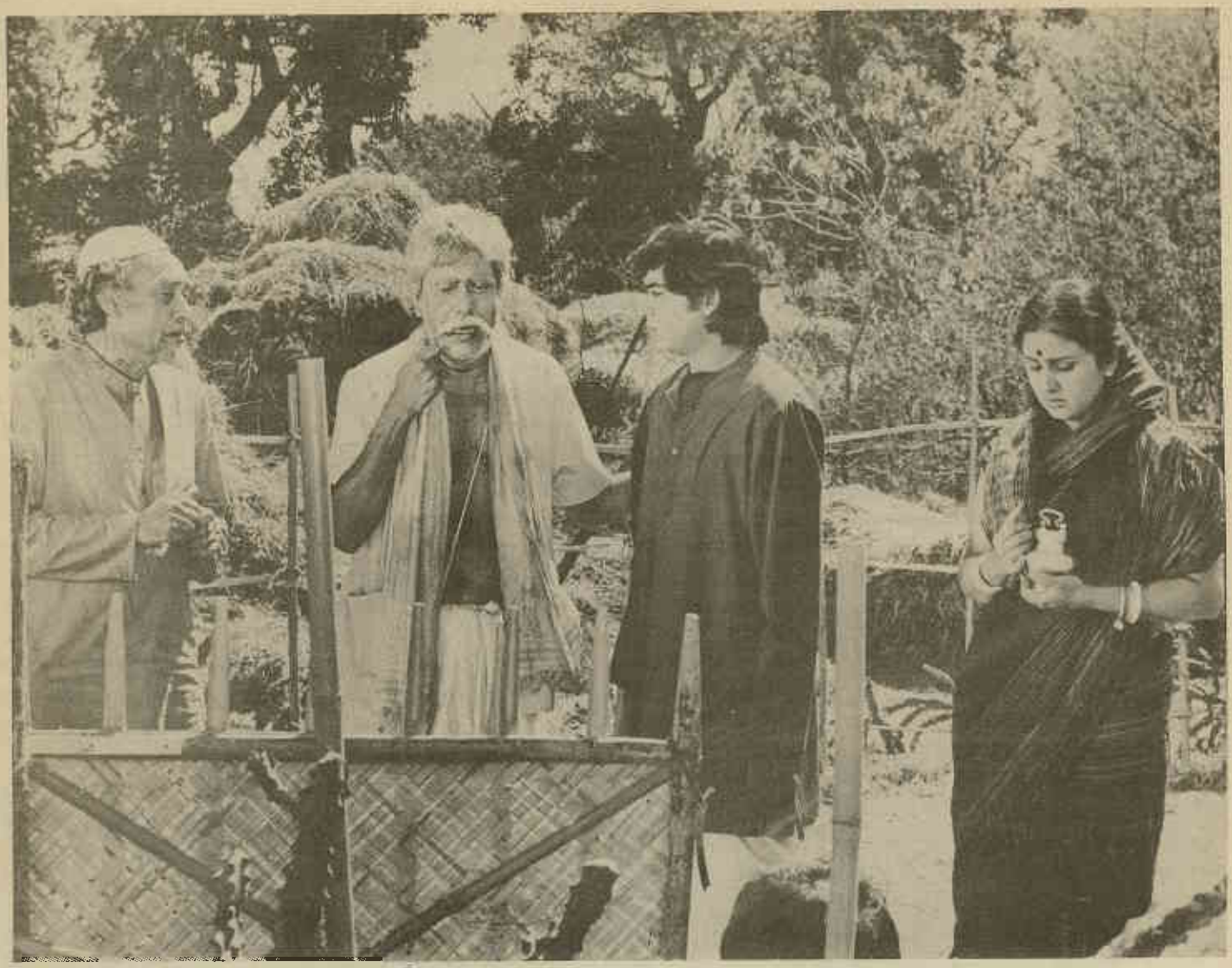

মমতা কি ছাঁও মে চিত্রে অনুপকুমার, মানিক দত্ত, অমিত কুমার এবং লীনা চন্দ্রভারকর

বহু পথ ঘুরে শ্রান্ত ক্লান্ত যাযাবর আজ নীড় বেঁধেছে, শান্তির নীড়। অমিত ও সুমিতকে নিয়ে তাদের ছোট্ট সাজানোগোছান সুন্দর সংসার। সেখানে নতুন সুর জাগে। জীবনের সুর।

তাহলেই বুঝুন ব্যক্তিগত জীবনে অগোছাল, এলোমেলো মানসিকতার এই শিল্পী অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার তৃষ্ণায় আকুল হয়ে এমন অনেক কাজ করেছেন যা শিল্পী বলেই মেনে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। সাধারণ মানুষ হলে নিশ্চয়ই এর প্রতিবাদ উঠত তাই তার এই আচমকা নাটকীয় ঘোষণা – কতটা সত্যি বা আদৌ সত্যি কিনা, না কি প্রবাদ সত্য তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ আছে।

বোম্বেতে এস এন খোশলার সাথে কিশোর প্রসঙ্গে অনেক কথা হয়েছিল। তার অদ্ভুত খেয়াল, খামখেয়ালি মন মেজাজ প্রবাদ হয়ে গেছে।

সে নাকি বাড়িতে ৫টা বিড়াল, ৬টা অ্যালসেসিয়ান কুকুর পুষেছে। তার ৮টা ঘরে ৮টা ভিডিও, ঘরের প্রতিটি কোণ নিজের হাতে সে রোজ পরীক্ষা করে। একটু কিছু খসলেই সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে, তা নিজের হাতে সারাবার নেশায়।

রোজ রকমারি ড্রেস পরতে সে অভ্যস্ত, মাঝে মাঝে ছাদে নাকি বালতি বালতি জল ঢালে। মাঝরাতে তড়াক করে লাফ মেরে উঠে টাকার বান্ডিল গুনতে বসে। বারবার গুণেও নাকি আশা মেটে না। মাঝে মাঝে বন্দুক হাতে নিয়ে বাড়িময় ঘুরে বেড়ায়। ফোন তুলে মেয়েলি গলায় জবাব দিয়ে অপরকে বিভ্রান্ত করে। অতিথিকে কথা বলতে বলতে বসিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যায়। কখনও বা কুকুর ছেড়ে দেয়। স্টেজে কনট্রাক্টের বেশী গাইতে হলে গান পিছু আলাদা পয়সা দিতে হয়।

আমি নিজে জানি বারাসত সুভাষ পল্লীর অনুষ্ঠানে কিশোর আসার কথা ছিল কিন্তু প্লেনের টিকিট দশ মিনিট দেরীতে পৌঁছনোর জন্য সে পরিষ্কার না বলে দিয়েছিল। শেষটায় হেলেন ও অন্যান্যরা এসে সেই অনুষ্ঠান সামাল দেয়। চামনালা কয়লাখনির দুর্ঘটনায় যখন বিপন্ন দুস্থ শ্রমিকদের সাহায্যার্থে ভারতের সব বিখ্যাত আর্টিস্টরা বিনা পয়সায় অনুষ্ঠান করেছিল। একমাত্র কিশোরই তখন বলেছিল, 'আমি এক নয়া পয়সা কমেও কাজ করতে পারব না।' এরপরই সুদীর্ঘদিন তার গান আকাশবাণীর সমস্ত সেন্টারে ব্যান্ড করে দেওয়া হয়। তাতেও তার মত বদলায়নি।

এতো গেল ব্যক্তি কিশোরের কথা। শিল্পী কিশোরকে কিন্তু আমরা আজও এবং ভবিষ্যতেও ভুলতে পারবো না। প্রতিভার দুমুখো ছুরির একভাগ আমরা সবাই মিলে সহ্য করেছি। বাকিটা সে একলা সহ্য করেছে। প্রতিভা পথভ্রষ্ট হলেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। তাই কিশোর আজ নায়ক না হয়ে হয়েছে অবিস্মরণীয় গায়ক। ব্যথার সুদীর্ঘ সমুদ্র সাঁতরে তিল তিল করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেই তবে সে গাইতে পেরেছে সেই অনবদ্য গান 'অনেক জমানো ব্যথা বেদনা, কি করে গান হল জানি না।'

এবার তার গানের ডালি হাতড়ে দেখা যাক। বিগত কয়েক বছরে হিন্দী ছায়াচিত্রে জনপ্রিয় গানের তালিকায় রয়েছে আনন্দ বকসীর কথায় ও লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলালের সুরের ছবি 'অন্ধকানুন' আনন্দ বকসীর কথায় কল্যানজী আনন্দজীর সুরে 'নাস্তিক' অঞ্জানের কথায় আর ডি বর্মনের সুরে ছবি 'মহান', প্রকাশ মেহরার কথায় বাপী লাহিড়ীর সুরে ডিস্কো ডান্সার অঞ্জানের কথায় কল্যানজী আনন্দজীর সুরে ছবি 'লাবারিশ', এছাড়া 'সৌতন' লহুকে দো রং 'হাদসা' 'কালিয়া', হরজাই 'রোটি' 'অভিমান' 'শোলে' 'জমির' 'দেশপ্রেমী' 'সনম তেরী কসম', 'আরমান' 'কালিয়া' রাজপুত' 'নসীব' 'জুদাই' 'রাম বলরাম', 'সত্তে পে সত্তা', 'শান' এবং

ভাগ্যের সাথে জুয়াখেলায় সিদ্ধহস্ত কিশোর এবার সত্যিই জুয়া খেলতে শুরু করল, পয়সা চাই পয়সা, অনেক অনেক পয়সা, আজ পয়সা থাকলে সে রুমাকে এভাবে নষ্ট হতে দিত না। বাস্তবের জ্বলন্ত কষাঘাতে সে তখন সম্পূর্ণ কমার্শিয়াল। এক পয়সা কম পেলে সে যে কোন কনট্রাক্ট ছিঁড়ে ফেলে দেয়। তার আকাশছোঁয়া রেট কোন কারণেই বিন্দুমাত্র কমে না, টাকার জন্য যে কোন মূল্যবান সম্পর্ক সে ছিবড়ের মত ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তার তখন শুধু টাকা আর সম্মান। এছাড়া তৃতীয় কিছু সে জানে না।

মমতা কি ছাঁও মেঁ ছবিতে জগদীপ, সুমিত কুমার ও লীনা চন্দ্রভারকর

'ডন' ছবির গানগুলো কি ইচ্ছা থাকলেও মন থেকে মোছা যাবে ?

বাংলা ছবির ক্ষেত্রে জীবনমরণ, সংকল্প, ত্রয়ী, প্রতিশোধ, ওগো বধূ সুন্দরী, চারুলতা, অনুসন্ধান, মাদার, বন্দী, লালকুঠি, আনন্দ আশ্রম, রাজকুমারী, লুকোচুরি অজস্র ধন্যবাদ, অনিন্দিতা, পদ্মগোলাপ, শেষ থেকে শুরু, দুষ্টু প্রজাপতি। কলঙ্কিনী, অন্তর্ঘাত, আরাধনা বইগুলো ও অমানুষের সেই বিখ্যাত 'কি আশায় বাঁধি খেলাঘর, বেদনার বালুচরে, নিয়তি আমার ভাগ্য লয়ে যে নিশিদিন খেলা করে, গানটি হারিয়ে যেতে পারে না। এ যে কিশোরের নিজের জীবনের গান, প্রাণের গান।

কিশোর কি আবার নায়ক হবার স্বপ্ন দেখছে ? তাই সে সংগীতকে এমন অসময়ে ত্যাগ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ? হতেও পারে কারণ তার শেষ ছবি 'চলতি কা নাম জিন্দেগী' বক্স অফিস হিট করেছিল।

কয়েকদিন আগেই কিশোর অনবদ্ধ কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে আমাদের আশাকে উজ্জীবিত করেছিল। কিন্তু এখন সে নিজেই বাড়া ভাতে ছাই দিল। মনে সন্দেহ থেকেই যায়, ফিল্ম যখন সে ছাড়ল তখন গান ছাড়তেই বা কতক্ষণ ?

অর্থ খ্যাতি প্রতিপত্তির চূড়ান্ত শিখর জয় করে রাজা অশোকের মতই কুমার কিশোর আজ মহাপ্রস্থানের যাত্রী। উত্তমের মৃত্যু দিয়ে ফিল্ম ইন্ডাসট্রীর যে গ্রহণ শুরু হয়েছিল তার রেশ কি এটাও ? কে জানে ? তবে উত্তমের মৃত্যু, অমিতাভের অবসর গ্রহণ, সঞ্জীবের হার্ট অ্যাটাক ও কিশোরের স্বেচ্ছামৃত্যুর বাসনা যেন এক সুতোয় গাঁথা।

মুকেশের মৃত্যুর অভাব আমরা বুঝিনি, রফি ছিল। রফির মৃত্যুর পর কিশোর পথ দেখিয়েছিল, কিন্তু এবার কে ? এই সম্ভাব্যদের তালিকায় আছে সাব্বিরকুমার নীতিন মুকেশ, আনোয়ার শারন-প্রভাকর ও শ্রবন কুমার।

কিশোর নাকি রাজনীতিতে নামছে ? তাই যদি হয় তাহলেও হয়তো আমরা কিশোরকে আবার নতুন ভাবে আবিস্কার করতে পারব। আগামী মে জুন মাসে লতার সাথে ইউরোপ ও কানাডাই তার শেষ সফরতার পরই সে বিদায় নিতে চায়। কিশোর চলে যাবে। রেখে যাবে তারঅমর সৃষ্টি। পথ চলতে চলতে মনে পড়বে –

কি আশায় বাঁধি খেলাঘর
বেদনার বালুচরে
নিয়তি আমার ভাগ্য লয়ে যে
নিশিদিন খেলা করে। *

সুপ্রিয়